- বর্ষ ২০২২
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২১ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল আয়োজিত ওয়েবিনারে ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি

কোভিড পরবর্তী মন্দা মোকাবেলায় প্রবাসীদের রেমিটেন্স অর্থনীতিকে গতিশীলতা দিয়েছে

প্রবাসে যারা কাজ করে তাদের আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা বলি। কোভিড পরবর্তী মন্দা মোকাবেলায় এই প্রবাসীদের রেমিটেন্স আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীলতা দিয়েছে। বিদেশে প্রবাসীরা অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে। তাদের কষ্টার্জিত টাকা কম খরচে সহজ ও বৈধ উপায়ে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে তারা হুন্ডিতে পাঠাতে চাইবেই। রিক্রুটিং এজেন্টদের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে, কস্ট অব মাইগ্রেশন কমাতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটা সম্ভব। অভিবাসন নিরাপদ ও সহজ করতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এনজিওরা খুব ভাল কাজ করছে। সরকারের উচিত এনজিওদের কাজ করার সুযোগ দেয়া।

প্রবাসে যারা কাজ করে তাদের আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা বলি, কিন্তু বলা পর্যন্তই, তাদের জন্য কাজ করার কোন তাগিদ আছে বলে আমি মনে করি না। অথচ কোভিড পরবর্তী মন্দা মোকাবেলায় এই প্রবাসীদের রেমিটেন্স আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীলতা দিয়েছে। বিদেশে প্রবাসীরা অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে। তাদের কষ্টার্জিত টাকা কম খরচে সহজ ও বৈধ উপায়ে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে তারা হুন্ডিতে পাঠাতে চাইবেই। রিক্রুটিং এজেন্টদের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে, কস্ট অব মাইগ্রেশন কমাতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটা সম্ভব। যারা দেশ থেকে টাকা পাচার করে কানাডায় পল্লী করছে তা বন্ধ করতে হবে। অভিবাসন নিরাপদ ও সহজ করতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এনজিওরা খুব ভাল কাজ করছে। সরকারের উচিত এনজিওদের কাজ করার সুযোগ দেয়া। অভিবাসীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তারা দরকষাকষি করতে পারছে না অন্যদের মতো। একেকজন একেকটা সেক্টরে আছে। কারণ তাদের লোকেশনটাই অনেক বিস্তৃত। বিশ্ব অভিবাসী দিবস উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি এ কথা বলেন।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় পিকেএসএফ এর এমডি. ড. নমিতা হালদার

প্রশিক্ষণই টেকসই উন্নয়নের বাহন

১৮ অক্টোবর ঘাসফুল'র উদ্যোগে নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নস্থ সাংশৈল আদিবাসী স্কুল এ্যান্ড কলেজ মাঠে উন্নয়ন মেলা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালাদার এনডিসি বলেন, প্রশিক্ষণই টেকসই উন্নয়নের বাহন। সাংবিধানিকভাবে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে। ঘাসফুল এতদঞ্চলে বিগত ১০ বছর যাবত বহুমুখী কার্যক্রম-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, কৃষি, হস্তশিল্প, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাকার সেবার মাধ্যমে সেই কাজটিই করছে। তিনি বলেন সাহায্য নয় সাবলম্বী হতে উপযোগী করে গড়ে তোলাই বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা গুলোর কাজ। নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষি, বিশেষ করে আমের উৎপাদন বাড়ানো, সংরক্ষণ, বিপনন, রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জিডিপিতে তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আরো বেশী অবদান রাখতে পারে।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসীদের রেমিটেন্স অর্থনীতিকে গতিশীলতা দিয়েছে... ১ম পৃষ্ঠার পর

গত ১৭ ডিসেম্বর বিশ্ব অভিবাসী দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত 'অভিবাসন ও প্রবাসী আয় : করোনা পরবর্তী দৃশ্যপট' শিরোনামে

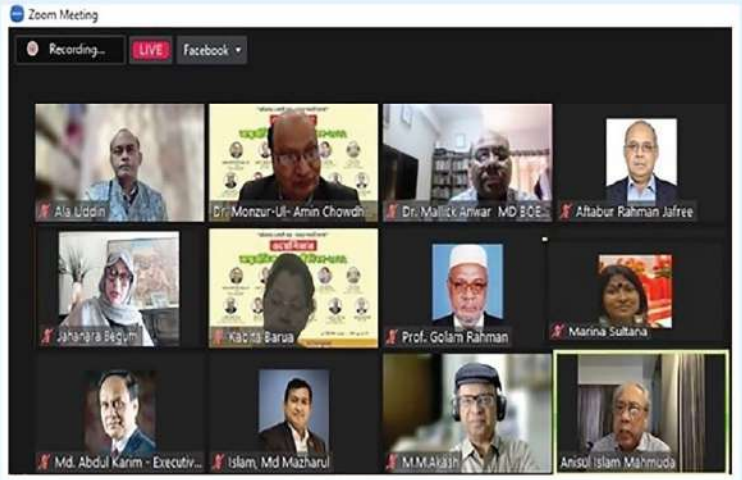

এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চবি সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

> বাংলাদেশের নায়ক হলেন চারজন; যারমধ্যে রয়েছে কৃষক, পোষাকশ্রমিক, অভিবাসী এবং এসএমই উদ্যোক্তা, এরাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ধরে রেখেছেন।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ'র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলা উদ্দিন। তিনি অভিবাসন ও প্রবাসী আয়ের ইতি-নেতি সবিস্তারে আলোচনা করেন। প্যানেল আলোচক প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও ইউসেপ বাংলাদেশ'র নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আবদুল করিম বলেন, প্রবাসী শ্রমিকেরা তাদের সকল আয়, সহায় সম্বল দেশে পাঠিয়ে দেয় আবার অনেকে ওভার ইনভয়েস, আন্ডারভয়েস করে দেশ থেকে অর্থ পাচার করে বিদেশে নিয়ে যায়, যা রোধ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম এম আকাশ বলেন, ব্রেন ড্রেইন নয়, আমাদের ব্রেন গেইন করতে হবে। বিদেশে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে এসে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের নায়ক হলেন চারজন; যার মধ্যে রয়েছে কৃষক, পোষাক শ্রমিক, অভিবাসী এবং এসএমই উদ্যোক্তা, এরাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ধরে রেখেছেন। অভিবাসনে একটি মাল্টি-সেক্টরাল এজেন্সী তৈরী করতে হবে, যেখানে সরকারি বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সীর প্রতিনিধি, এনজিও, উপকারভোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বিমান বন্দর প্রতিনিধি থাকবে। বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন বলেন, অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মেরিনা সুলতানা বলেন, আমরা দেখেছি, যেকোন ক্রাইসিসে অভিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশি। বিদেশ থেকে কত সংখ্যক মানুষ ফেরত আসছে তার ডাটাও আমাদের কাছে নেই। ওয়েবিনারে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ব্যাংকার জাহানারা বেগম, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মশিয়ার রহমান, আইএলও'র প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী ফরিদা ইয়াসমিন, বোনানজা ওভারসীজ এর মাহসুন চৌধুরী, ওয়ারবি ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুল হক, ব্যুরো বাংলাদেশ চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রধান আবদুস ছালাম, পূর্বা'র প্রকৌশলী সনাতন চক্রবর্তী বিজয়, ভোরের আলো'র প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম খান, দুবাই থেকে রেমিটেন্স গ্রহণকারী প্রবাসীর স্ত্রী ঘাসফুল উপকারভোগী বিউটি দাশ ও ডলি দাশ।

সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চবি সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, অভিবাসনকে একসময় বলা হতো বিদেশ যাওয়া। আদিকালে এদেশের মানুষ রেংগুনে যেতো, সেখান থেকে অনেকে ফিরতো আবার অনেকে ফিরতো না, তা নিয়ে চট্টগ্রামে হৃদয়গ্রাহী নানা আঞ্চলিক গান রয়েছে। ২০২৫ এর পরে সৌদি আরব আর অদক্ষ শ্রমিক নেবে না। প্রবাসী যারা আছে তাদের শেষ বয়সের জন্য সরকারের পেনশন/প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সুবিধা রাখা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। ওয়েবিনারে ৮টি সুপারিশমালা গৃহীত হয়। এ সময় ওয়েবিনারে সংযুক্ত ছিলেন অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক বাংলাদেশ সংসদীয় ককাস এর সভাপতি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশ (আটাব) এর সভাপতি এস এন মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুব), ইনাফি বাংলাদেশ'র নির্বাহী পরিচালক মাহবুবা হক, অভিবাসি কর্মী কল্যাণ ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুব এলাহী, সৌদি আরব থেকে রেমিটেন্স গ্রহণকারী সেলিনা বেগম, জেসমিন আক্তার, বিইউপি প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ওয়েবিনারে সংযুক্ত অভিবাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে আটটি সুপারিশ মালা উপস্থাপিত হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. প্রতিটি উপজেলায় কার্যকর কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভাষা জ্ঞানসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। ২. বিশ্ব শ্রম বাজারে নতুন নতুন বাজার সন্ধান করা, রিক্রুটিং পরিষেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অভিবাসন খরচ কমানো, অভিবাসনগামী কর্মীদের ক্যাপিটাল কস্ট যোগাড়ে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ বৃদ্ধি ও সহজ করা, অভিবাসন বিষয়ে কার্যকর মনিটরিংসহ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট উন্নয়ন করা। ৩. অভিবাসীদের উপার্জন দেশে নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ রাখা, তাদের ভবিষ্যত নিরাপদ করা ও রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে দেশে এবং দুতাবাসে প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা, নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তায় প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগী করা। ৪. অভিবাসনে একটি মাল্টি সেক্টরাল এজেন্সী তৈরী করতে হবে, যেখানে সরকারি বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সীর প্রতিনিধি, উপকারভোগী, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ বিমান বন্দর প্রতিনিধি থাকবে। ৫. প্রবাসীদের জন্য পেনশন/প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সুবিধা রাখা প্রয়োজন। অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। ৬. করোনা-উত্তর পরিস্থিতিতে কোন দেশে কী ধরনের মানবসম্পদ প্রয়োজন, তা ঠিক করতে হবে। ৭. আমাদের দেশের সনদ যেন বিদেশের কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পায়, সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। আমাদের শ্রমিকের দক্ষতার সনদ বিদেশে গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা জরুরী। ৮. অভিবাসিদের দাবি, অভাব অভিযোগ ও চাহিদা নিশ্চিতে একটি দেশে অন্যটি তাদের বিদেশের কর্মস্থলে দুটো এসোসিয়েশন গঠন করতে হবে যারা সরকারের সাথে সমন্বয় করতে পারবে।

প্রশিক্ষণই টেকসই উন্নয়নের বাহন..... ১ম পৃষ্ঠার পর

তা ছাড়া যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে, উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে ঘাসফুল আরো বেশী অবদান রাখবে ভবিষ্যতে। এ কার্যক্রমে পিকেএসএফ ঘাসফুল এর সহযোগী হিসেবে থাকবে। তিনি আরো বলেন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের যে কার্যক্রম পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের রয়েছে তার পরিধি ও আওতা বাড়ানো হবে। উল্লেখ্য সকাল ৯.৩০টা পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন কর হয়। মেলা উপলক্ষে সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে মা ও শিশু রোগ, ডায়বেটিক, মেডিসিন, হৃদরোগ, চক্ষু পরীক্ষা ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। এতে ১৩০৫ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রদর্শিত হয়। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড.মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা ঘাসফুল থিমসং (Theme Song) পরিবেশনার মাধ্যমে শুরু হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থা'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র পর্ষদ সদস্য ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহম্মেদ, পিকেএসএফ'র সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ান, নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম। এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ ও মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান। দিনব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভীমপুরে নাবিজাতের কাটিমন বাগান পরিদর্শন, পরিবেশ ক্লাবের সভায় অংশ গ্রহণ এবং সামড়া আদিবাসীদের সাথে মতবিনিময় ও নামমাত্র সার্ভিসচার্জে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষায়িত ঋণ বিতরণ করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ তথা রাজশাহী বিভাগে ঘাসফুলের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নিয়ামতপুরে ঘাসফুল কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে বহুমূখী সেবাকার্যক্রম নিশ্চিতের জন্যে। আদিবাসী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল'র ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন।

তা ছাড়া যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে, উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে ঘাসফুল আরো বেশী অবদান রাখবে ভবিষ্যতে। এ কার্যক্রমে পিকেএসএফ ঘাসফুল এর সহযোগী হিসেবে থাকবে। তিনি আরো বলেন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের যে কার্যক্রম পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের রয়েছে তার পরিধি ও আওতা বাড়ানো হবে।

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের কবর জেয়ারত

ঘাসফুল এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে ২৮ ডিসেম্বর ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র নেতৃত্বে নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা ঢাকাস্থ আজিমপুর নতুন কবরস্থানে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য মরণোত্তর রোকেয়া পদক ২০২১ প্রাপ্ত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের কবরে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফাতেহা পাঠ এবং মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। মোনাজাত পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সাধারণ পরিষদ সদস্য মোঃ ওহিদুজ্জামান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা আবদুর রহমান এবং ঘাসফুলের শুভাকাঙ্খী ও পরাণ রহমানের নাতী ডাঃ সাকিব রহমান।

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১১৩তম সভা:

সংকটকাল মোকাবেলায় সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজন

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র ১১৩তম সভা গত ০৮ অক্টোবর চান্দগাঁওস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চ.বি. সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শুরুতে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও সংস্থার প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল. রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরে ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে স্মরণ করেন। উপস্থিত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রমকে আরো সুসংহত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশংকা করা হচ্ছে ২০২৩ সাল হতে পারে পুরো পৃথিবীর জন্য এক মহাসংকট কাল। এই সংকট মোকাবেলায় সংস্থার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। তারা মনে করেন, ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রম: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ সকল কার্যক্রমে কর্ম-এলাকা সম্প্রসারণ ও উপকারভোগী'র সংখ্যা আরো বাড়ানো প্রয়োজন।
উক্ত সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এ সময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া, অডিটি ও মনিটরিং বিভাগের প্রধান টুটুল কুমার দাশ, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশীদ, সহকারী ব্যবস্থাপক (পাবলিকেশন) জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা নারগিছ আক্তার, মোঃ শরীফ হোসেন মজুমদার, জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ।
সভায় পিকেএসএফ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থার লেনদেন বিষয় অবহিতকরণ, আগামীতে কী কী কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা বলেন, সংস্থার উত্তরাঞ্চলের কর্ম-এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহসহ তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে আরো বেশি যত্নশীল হতে হবে।

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১১৪ তম সভা

কৃষি, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানি কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ

১০ ডিসেম্বর ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান, চবি. সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরে ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। উপস্থিত নির্বাহী কমিটি'র সদস্যগণ কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য গৃহীত নিরাপদ, পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে পর্যালোচনা করে কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার তাগিদ দেন। উক্ত সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাঃ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের প্রধান টুটুল কুমার দাশ এবং প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামনুর রশীদ। সংস্থার সংশোধিত অর্গানোগ্রাম, পরিবর্তীত বেতন কাঠামো অনুমোদন, সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংস্থার সংশোধিত বাজেট, বহিঃ নিরীক্ষক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, সংস্থার সংশোধিত মোটর সাইকেল, ল্যাপটপ ও মোবাইল নীতিমালা অনুমোদনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া একইদিন বিকাল ৩.০০টায় ঘাসফুল ফিন্যান্স এন্ড অডিট কমিটির আহ্বায়ক পারভীন মাহমুদ এফসিএ'এর সভাপতিত্বে সংস্থার অডিট কমিটির সভা অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস:

'দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা'

দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্কতবার্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জরুরী কার্যক্রম। বোধগম্য, সহজ, নিশ্চিত ও বিশ্বাসযোগ্য করে যদি সাধারন মানুষের কাছে বার্তা পৌছানো না যায় তাহলে ঝুঁকিপূর্ণ বসতির লোকজন নিরাপদ স্থানে সরিযে নেয়া, তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে প্রস্তুতি নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্কতবার্তা এখনো পুরোনো কায়দায় প্রচারিত হয়। সাধারন মানুষ বুঝতে পারলো কিনা বা তাদের বিশ্বাসযোগ্য হলো কিনা সেটি কখনো ভাবা হয় না। আমরা জানি বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈরী আবহাওয়া বা দুর্যোগের খবর পর্যাপ্ত সময়ের পূর্বে জানা যায়। অতীতের মতো মানুষ এখন আর আকাশ দেখে আর তাপমাত্রা অনুভব করে আবহাওয়া অনুমান করে না। প্রযুক্তি বদৌলতের ফলে আকস্মিক দুর্যোগে পড়ার ভয় অনেকটাই কমে যায়, যদি সঠিক বার্তাটি সঠিক উপায়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌছানো সম্ভব হয়। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরে। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম চিন্তাভাবনা বা দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি। আধুনিক ধারণায় সারা বিশ্বে দুর্যোগের ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিপদ কমানোর চর্চাকে উত্তম পদ্ধতি মনে করে। এই পদ্ধতিতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব, মানুষের হয়রানি ও কষ্ট কমানো-ও সম্ভব। যদি একটা জনবান্ধব দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তাহলে মানুষ নিজেই তার প্রস্তুতি দিয়ে জানমাল ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সক্ষম। সকলেই জানে বাংলাদেশে ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, পাহাড় ধস, নদী ভাঙন নিত্যসঙ্গী। তবে এসব দুর্যোগের একটা মৌসুম ও তিথি আছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ভাদ্র, আশ্বিন, বৈশাখ, শ্রাবণ এসব মাসে তিথি মেনেই দেশে দুর্যোগ নামার শংকা থাকে। দুর্যোগের সঠিক তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় সহজ করে সময়মতো ঝুঁকিতে থাকা জনপদে পৌছে দেওয়া সম্ভব হলে সংকটাবস্থায় ত্রাণের চাপ কমে আসে যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো দিয়ে দুর্যোগ সংগঠিত এলাকায় স্থানীয় অধিবাসিদের মাধ্যমে তাদের পরবর্তী পুনর্গঠন ও ভেটার জীবিকা সৃজনে অধিকতর মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এধরণের সঠিক সতর্কবার্তা ব্যবস্থায় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে যার যার অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করা সহজ হয়। বাংলাদেশে বন্যার পূর্বাভাসের সীমাবদ্ধতার কারণে আচানক অকালবৃষ্টিতে দেশের কৃষকেরা বারবার ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়। পর্যাপ্ত সময়ের পূর্বে অতিবৃষ্টি বা বন্যার পূর্বাভাস দেশের মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যর্থতায় স্পষ্ট হয়ে উঠে দেশের দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা মুলতঃ প্রযুক্তিগত, দক্ষ মানবসম্পদ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। অথচ বর্হিবিশ্বে আবহাওয়া বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞান এখন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে তিন দিনের পূর্বাভাস শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ নিশ্চিত করা যায়। আমাদের দেশে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসের সতর্কতা প্রচারের ব্যবস্থা এখনো ব্রিটিশ আমলের মতোই বন্দরকেন্দ্রিক সতর্কতা। এখনো প্রচার হয় জাহাজের ক্যাপ্টেন, ট্রলার, মাঝিমাল্লা আর বন্দরের প্রশাসকের উদ্দেশে। সাধারন মানুষ অথবা উপকুলীয় নিরক্ষর হতদরিদ্ররা সিগনাল নাম্বার কিংবা বিপদসীমার অর্থই বোঝে না। আবার ঢালাওভাবে বিশাল এলাকার জন্য একই সিগনাল/সতর্কবার্তা দেয়াতেও দেখা যায় বিপত্তি। এখানে এলাকাভিত্তিক বিপদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিষয়ও মাথায় রাখা প্রয়োজন। পুরোনো আমলের আইন দিয়ে এসব সতর্কতা অনেক সময় কাজে আসে না। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে মাইকিং, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার কমিউনিটিগুলোতে সরাসরি যোগাযোগে কার্যকর ভুমিকা রাখতে দেখা যায়। রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান/ দল/ ব্যক্তির স্ব-স্ব ফেইসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণমাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রচার করার পদ্ধতি, কৌশল এমনকি ভাষার ব্যবহারও পরিবর্তন প্রয়োজন।

দুর্যোগে আগাম সতর্কতা নিয়ে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে দুরাবস্থা তা সেনদাই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নের (মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন) সময় সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব ঠিক করেছেন, ২০২৩ সালের মে মাসে সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের যে বৈঠক বসবে, সেখানে তিনি বিষয়টি তুলে ধরবেন এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার একটা স্বচ্ছ প্রতিশ্রুতি ঘোষণার বিষয়ে জোর দেবেন। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থায় সুরক্ষা দিতে জাতিসংঘ এক নতুন পদক্ষেপের নেতৃত্ব দেবে। অস্পষ্ট বন্যার পূর্বাভাসে কী ধরণের বিপর্যয় নামতে পারে তা সদ্য ঘটে যাওয়া সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি একটি উদাহরণ। সিলেটে ঘটে যাওয়া দুর্যোগ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ভারত থেকে ছেড়ে দেয়া উজানি ঢল, পাহাড়ি ঢল নিয়ে আগাম বার্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশে বৃষ্টি না থাকলেও ভারতের যে সব অঞ্চলে আমাদের দেশে প্রবাহিত নদীগুলোর উৎস পথ রয়েছে সেসব অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তথ্যর আমাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এছাড়াও ভারতের বাঁধ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্টান গুলোর সাথেও যোগাযোগ উন্নত করতে হবে। মোটকথা আমাদেরকে দুর্যোগের পূর্বাভাসকে 'সতর্কভাসে' রূপ দিয়ে সহজ তথ্য দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। 'সতর্কতা ও পূর্বাভাস'- এ দুটি শব্দের অর্থ, কাজ ও গুরুত্ব কোনটিই এক নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আমাদের দেশে দুর্যোগে প্রচলিত যে পূর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে তার উন্নতি করার মাধ্যমে সতর্কব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, মানুষকেন্দ্রিক পূর্বাভাস আর সতর্কবার্তা যেকোনো দুর্যোগে জীবন জীবিকা ও সম্পদ রক্ষা আর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগ পূর্ব পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনতে পারে ভুমিকম্প। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নত যন্ত্রপাতি, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে ভূমিকম্পসহ বড় ধরণের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবেলার লক্ষে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এনইওসি) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ভুমিকম্পের পাশাপাশি রয়েছে বজ্রপাত। বজ্রপাতের ঝুঁকি কমাতে ও পূর্বাভাস দিতে 'হাওর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' এবং 'বজ্রপাতে প্রাণহানি কমাতে দেশব্যাপী বজ্রনিরোধক কাঠামো স্থাপন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করছে। ফলে বাড়ছে শিল্পাঞ্চল, বাড়ছে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত পরিবহন সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এসব বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে নিরাপত্তাজনিত দূর্ঘটনা। এসব দুর্ঘটনা প্রায়শই মানবসৃষ্ট দুর্যোগে রূপ নিচ্ছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অগ্নিকান্ড। এজন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির শিল্প কারখানা ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় মোকাবেলা করা দিনদিন কঠিনতর হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাপি দুর্যোগের ধরণ, তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি যেমন বেড়েছে তেমনি আমাদের প্রস্তুতিও বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকেবেলা সম্ভব না হলে উন্নয়ন কখনো টেকসই হবে না। অর্জিত উন্নয়ন নিমিষেই বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং দুর্যোগ নিয়ে নতুন করে গবেষণা, ভাবনা অত্যন্ত জরুরী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়

আফতাবুর রহমান জাফরী

দুর্যোগ আজকের বিশ্বে সভ্যতার অগ্রগামীতে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি আজ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পৃথিবীকে একটি ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত করছে। বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়, সুনামি, পাহাড়ধস, ভূমিকম্পের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট অগ্নিকান্ড, শিল্প-কারখানায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, দুষণ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধবিগ্রহ বিশ্ববাসিকে বারংবার বিপদগ্রস্থ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট হানাহানি ও যুদ্ধের কারণে আজ দেশে দেশে বাড়ছে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী। মরণাস্ত্রের আঘাতে, জলবায়ুর বিরূপ আচরণে বসতবাড়ি হারিয়ে, অনাহারে খোলা আকাশের নীচে মরছে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ, শিশু আর অসহায় বৃদ্ধ নরনারী। দুর্যোগ অবস্থায় সবচেয়ে অসহায়ত্বে থাকেন প্রতিবন্ধি, নারী আর শিশুরা। যে মুহুর্তে একটি দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি টেকসই উন্নয়নের সংগ্রাম চলমান, যে মুহুর্তে মানুষের বসবাসযোগ্য একমাত্র পৃথিবীকে নিরাপদ রাখার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠা চলছে ঠিক সে মুহুর্তে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধের দামামা বেজে যাচ্ছে। ধর্ম, জাতিয়তা আর বর্ণবাদের সংঘাতে বাস্তুহারা হচ্ছে মানুষ। অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী দুষণ আর অতিব্যবহারের ফলে বেড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং ধরণ। আপনারা জানেন বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকির তালিকায় বাংলাদেশ সপ্তম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশ ৮.৩ থেকে ৮.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ এর পরিচালনায় এক সমীক্ষায় দেখা যায় ২০১৪ সাল থেকে ০৭ বছরে দেশের ৫৮ জেলায় জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগে অন্তত ০১ হাজার ৫৩ জনের প্রাণহানি ও ৯৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে (bangla.thedailystar.net,Published: 09/02/2023)। ইউএনওডিসি বলেছে জলবায়ু পরিবর্তনে মানবপাচারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে (সময় নিউজ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩)। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে বাস্তুহারা ও শরণার্থী হওয়া অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে যে কোন তৃতীয়পক্ষ বিশ্বব্যাপি নানা অপরাধ ঘটিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি রোহিঙ্গা ইস্যুও বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক দুর্যোগ।

উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর জন্ম কিন্তু দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে। ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান ৭০এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে নিঃস্ব মানুষের মাঝে ত্রাণের কাজ করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জরুরী মানবিক সহায়তার কথা ভাবতে থাকেন। তারপর তিনি যুদ্ধকালীন মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধশেষে বিধ্বস্থ দেশে রিলিফ-ওয়ার্ক পরিচালনা করতে গিয়ে ১৯৭২ সালে তিনি ঘাসফুল প্রতিষ্টা করেন। ঘাসফুলের ব্যানারে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় দেশের অভ্যন্তরে পাকসেনাদের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা নারী যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন, জরুরী ভিত্তিতে তাঁদের নিরাপদ সন্তান প্রসব করানো, প্রসূতি মায়ের মানসিক চর্চা ও দৈহিক যত্ন নেয়া। তারপর ৯১ এর প্রলংকরী ঘুর্ণিঝড়সহ বিশেষ করে চট্টগ্রামে যতগুলো সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, পাহাড়ধস সংঘটিত হয়েছে প্রত্যেকটিতে ঘাসফুল কাজ করেছে। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সংকটাপন্ন মানুষকে উদ্ধার ও জরুরী ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঘাসফুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী'র অধীনে ২০১২ সালে প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী নিয়ে "ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিম" গঠন করা হয়। ঘাসফুল কর্ম-এলাকা: চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীসহ ০৭টি জেলায় এই টিমের অধীনে ১০০ জন প্রশিক্ষিত সদস্যের পাশাপাশি আরো ১০০জন সহযোগি সদস্য রয়েছে। ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিম এর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যে কোন ঘুর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের উপকুলীয় এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে মাইকিং, স্থানীয় লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়াসহ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। শুধুমাত্র ঘাসফুল এর কর্ম-এলাকা নয় ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিম দেশের যে কোনধরণের দুর্যোগে কাজ করার সক্ষমতা রাখে এবং প্রস্তুত রয়েছে। ঘাসফুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী'র অধিনে দেশের বিভিন্ন জাতিয় সংকটে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ঘাসফুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী'র অধিনে অগ্নিকান্ড, পাহাড়ধস ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা ও সহজ শর্তে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কোভিডকালীন সময়ে চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলায় ত্রাণ বিতরণ, নগদ অর্থ সহায়তা, চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ, সরকারি টিকা গ্রহণে সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ক্লাব/সংগঠনদের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরী সেবামুলক কার্যক্রম, খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, রোগী পরিবহন, এমনকি ওই সময়কার জরুরী মুহুর্তে দাফন-কাফন কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করা হয়। দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তায় জন্ম নেয়া ঘাসফুল আজ কাজ করছে দেশের সাতটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে মানব জীবনের ভ্রুণ থেকে কবর পর্যন্ত। কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থসেবা, শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক বিকাশ, টিকা প্রদান, যুব উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবীণ কল্যাণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আইনী সহায়তা ও পারিবারিক সহিংসতা রোধ, নিরাপদ কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, পশুসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী, রেমিটেন্স, চক্ষু চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম ইত্যাদি। আমরা জানি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবক দেশের দুর্যোগ মোকাবেলায় সফলতা অর্জন করে এখন আর্ন্তজাতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও কাজ করছে। তুরুস্কের ভূমিকম্পে জানমাল উদ্ধার ও জরুরী ত্রাণ বিতরণে বাংলাদেশের বহু স্বেচ্ছাসেবী এখনো দক্ষতার সাথে কাজ করছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের খ্যাতি থাকলেও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের আরো বেশি কৌশলী ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব দুর্যোগ এড়াতে কিংবা মোকাবেলায় যে সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতা কতটুকু রয়েছে-তাও বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে দুর্যোগ প্রবণতা বাড়ছে। বাড়ছে দুর্যোগের ভিন্নতা, তীব্রতা ও ব্যাপ্তি। বিশ্বের দেশে দেশে বাড়ছে শরণার্থী ও জলবায়ু বাস্তুহারা। এসব শরণার্থী ও বাস্তুহারাদের মানবেতর জীবন-যাপন, সহিংসতায় অনাহারে মৃত্যু, বাস্তুহারাদের ব্যবহার করে তৃতীয়পক্ষের অপরাধ সংগঠন, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি নতুনধারার দুর্যোগ বয়ে আনছে প্রতিনিয়ত।

◢ বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়..... ৫ম পৃষ্ঠার পর

এজন্য বলা যায়, নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বাড়ছে তেমনি নতুন নতুন মানবসৃষ্ট দুর্যোগও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯, রোহিঙ্গা সংকট, সিলেটের বন্যা, রানাপ্লাজা ধস, বি.এম কন্টেইনার টার্মিনালে অগ্নিকান্ড দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বিভিন্ন সময় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, পাহাড়ধস, ভূমিধস, নদীভাঙন, উপকূলভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয় বাংলাদেশ। রয়েছে ভূমিকম্প ঝুঁকিও। বিগত সময়ের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়েছে। তবে দুর্যোগ আঘাত হানার ঘটনা বাড়লেও তাতে ক্ষয়ক্ষতির হার কমেছে। দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় খানিকটা উন্নতিও হয়েছে বাংলাদেশের। বিশেষ করে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পূর্বাভাস ও যোগাযোগের উন্নতি, বনায়ন এবং ঝড়ের আগে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে উপকূলবাসীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যার কৃতিত্ব সরকারের। তবে এ মুহূর্তে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবগুলো বিবেচনায় নিয়ে দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তুলতে মনোযোগী হতে হবে। আমরা সকলেই জানি প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগের ৭৬ শতাংশ ক্ষতি কমানো যায়। পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি থাকলে এবং আয়ের উৎস বন্ধ না হলে প্রতিটি পরিবার তাদের বার্ষিক আয়ের ৭৬ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারে। সুতরাং যে কোন দুর্যোগের ক্ষেত্রে পুর্বপ্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আমরা যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে একনজরে দেখি তাহলে দেখা যায়, প্রথমে সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণায়ন, গণসচেতনতা তৈরীকরণ। দ্বিতীয়ত এসব দুর্যোগের পুর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সংগঠনগুলোর দক্ষতা তৈরীসহ সকলের সম্মিলিত, সমন্বিত কাঠামো তৈরী করে তার নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ পূর্ববর্তী দুর্যোগ এলাকায় অবস্থান, জানমারের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন, দুর্যোগ চলাকালীন সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় জরুরী সহায়তা প্রেরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন। আমরা জানি বাংলাদেশে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে, তার তত্ত্বাবধানে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি রয়েছে। আমরা মনে করি এসব কমিটিগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থা, ব্যক্তি, দল, ক্লাব, সিবিও, সিএসও গুলোকেও সম্পৃক্ত করা জরুরী। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স সারাদেশে ৪৭০০০ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের "কমিউনিটি লেভেল ভলান্টিয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রশিক্ষণের সাথে আমরা ঘাসফুল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। ঘাসফুল এর ৫০জন কর্মীকে আমরা সংস্থার উদ্যোগেই এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করেছি, যারা এখন ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টিমে কাজ করছে এবং পাশাপাশি অন্যান্য সহকর্মী, প্রতিবেশী ও ঘাসফুল উপকারভোগীদের দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করছে, দুর্যোগকালীন করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তুলছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত কার্যকর একটি উদ্যোগ ছিলো। এ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যাবতীয় দুর্যোগে কিভাবে জানমাল উদ্ধার করা যায়, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বহু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমি কাছ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছি, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা এই প্রশিক্ষণে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বেচ্ছাসেবীদের সবকিছু শিখিয়েছে। আমরা জানি না ৪৭০০০ প্রশিক্ষিত এসব স্বেচ্ছাসেবকেরা এখন কে কোথায়? তারা কি সবাই দুর্যোগ মোকাবেলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আছে? যোগাযোগ, সংগঠন এবং পরিচর্চার অভাবে প্রশিক্ষিত এসব জনবলের অনেকেই হয়তো সবকিছু ভুলে গেছে। সরকারি-বেসরকারি এবং কর্পোরেট সেক্টরের সমন্বিত উদ্যোগে এসব প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা উচিত, যেখানে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ রিভিউ, দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী ও ডিজেস্টার বিশেষজ্ঞদের সাথে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা যাবে। আমরা মনে করি যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সরকার, এনজিও এবং কর্পোরেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করে এসব প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো লক্ষ লক্ষ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী তৈরী করা সম্ভব। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) এর উপকুলীয় এলাকায় ৭৬,১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সম্প্রতিক দুর্যোগ গুলোতে এই সংখ্যার বাইরেও অনেক সংগঠন, ব্যক্তি এতোটা সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বেও সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছে তার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। আমাদের উচিত এদের সকলকে একই প্লাটফর্মে এনে, একই ছাতার নীচে এনে সকলকে সকলের সাথে সম্পৃক্ত করা। কারণ যে এলাকায় দুর্যোগ সংগঠিত হয় সে এলাকায় যারা স্বেচ্ছাসেবী থাকে তারাও দুর্যোগ কবলিত হয়ে পড়ে। দ্রুত সহায়তা প্রেরণ সম্ভব হয় পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলো থেকেই। বর্তমান সরকার দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালনা করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। এখন শুধু প্রয়োজন এসব কার্যক্রমগুলোকে আরো বেশী সংগঠিত করা, সমন্বিত করা এবং আর্ন্তজাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করা।

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে: আধুনিক উপায়ে আপদ পর্যবেক্ষণ ও দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান, দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে স্থানীয়করণ, প্রশিক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ, দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মুজিবকিল্লা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসইকরণে এইচবিবিকরণ, জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি। আমাদের উচিত এখন একটি দুর্যোগ সহনীয় সফল টেকসই নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যা নিয়ে ইতিমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অনেকেই কাজ করছেন। যাইহোক নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের আরো বেশী সংগঠিত হবে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদানুযায়ী নিজেদের যোগ্যতা উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও জোরদার করতে হবে। আমাদের সকল নিরাপত্তা সিস্টেমগুলোকে ও দুর্যোগ মোকাবেলার পদ্ধতিগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করতে হবে। দুর্যোগ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গবেষণায়ও মনোযোগ দিতে হবে। কারণ দুর্যোগে যে পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হবে তা রক্ষা করা, নিরাপদ রাখাও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়াও আমাদের কিছু বিষয়ে নজর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করছি। বিষয়গুলো হলো: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা এবং কনটিনজেনসি পরিকল্পনাকে সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের কার্যক্রম বিশেষ করে কর্পোরেট সেক্টরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি অবকাঠামো তৈরি করা, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউপি, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্যরা যাতে তাদের নিজ আয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান দিতে পারে, সে ব্যবস্থা করা, এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জনমানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য আলাদা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা, আমাদের শিক্ষাক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পাঠ্যভুক্ত করা, স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব জ্ঞান, পরিকল্পনা ও নথির জন্য একটি ডিজিটাল তথ্যভান্ডার তৈরি করা, সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সহায়িকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

সকলের নিরাপদ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে আবোরো সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেজ!

লেখক : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঘাসফুল।

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project এর আওতায় গত ০৬ ডিসেম্বর সংস্থার চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আব্দুল মতীন। আগত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, সাদিয়া রহমান, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার তাঈম-উল-আলম, মো: নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, সাইফুল ইসলাম, প্রকল্পের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামের পটিয়া, মিরসরাই, ফেনী জেলার ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া এবং কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাসহ মোট পাঁচটি উপজেলার ঘাসফুল এর কালারপোল শাখা, পটিয়া সদর শাখা, মিরসরাই শাখা, বারইয়ারহাট শাখা, লেমুয়া শাখা, ছাগলনাইয়া শাখা, ফেনী সদর শাখা এবং মিয়াবাজার শাখাসহ মোট আটটি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও ওয়াশ প্রকল্পের সুপারভাইজার আজহারুল মোমিন প্রমুখ।

ঘাসফুল ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে

"এডুকেশন ওয়াচ ২০২২ সমীক্ষা" বিষয়ে আলোচনা সভা

কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও শিখন পুনরুদ্ধারে শিক্ষক অভিভাবকসহ সকলের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বাজেট বৃদ্ধিকরণ ও মিড ডে মিল চালুর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। গত ২৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো: আবু রায়হান দোলন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান'র উপ-পরিচালক মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএইচডি।

কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কারণে বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা নিয়মিত ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যয়নের উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ঢাকা ও উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ (Education Watch) গবেষণার নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান এবং কোভিড-১৯ উন্নতি হওয়ায় পুনরায় স্কুল খোলার পর স্কুলসমূহে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বিষয়ক সমীক্ষা ও মাঠপর্যায়ে অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও সুপারিশমালা নিরূপণে জেলা পর্যায়ে চট্টগ্রাম মহানগরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ম্যধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিক্ষা কর্মকর্তা জয়ন্ত বড়ুয়া, পাহাড়তলী থানার শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুল আরেফিন, বায়েজিদ থানার শিক্ষা কর্মকর্তা মো: শফিউল আলম, মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাচঁলাইশ, চান্দগাঁও, কোতোয়ালী ও ডবলমুরিং এর প্রতিনিধি, ফটিকছড়ি, রাগুনিয়া ও পটিয়া উপজেলার সংশ্লিষ্ঠ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং- এ ঘাসফুল ইমারজেন্সী রেসকিউ টীম

নিরাপদ স্থানে সরে যেতে উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জরুরী মাইকিং

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রাং' উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার আশংকায় আবহাওয়া অধিদপ্তর গত ২৪ অক্টোবর ৭নং মহাবিপদ সংকেত ঘোষণা করে। এসময় ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবেলায় ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিমের সদস্যরা চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বেড়িবাঁধ এলাকায় সাগরপাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে মাইকিং করে। এসময় তারা জেলেপাড়া, চরপাড়ার বাসিন্দাদের শিশু, নারী ও বয়স্ক লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এছাড়া যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ৫০ সদস্যের প্রশিক্ষিত টিমকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

ঘাসফুল উপপরিচালক মফিজুর রহমানের

বিদায় সংবর্ধনা

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় এর উপপরিচালক মফিজুর রহমান দীর্ঘ ২৯ বৎসরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি করে গত ২৪ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ১০মার্চ ঘাসফুলে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায়ী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার ও কে. জি. এম. রাব্বানী বসুনিয়া প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়ী সম্মাননা প্রদান হয়। এ সময় উপস্থিত সহকর্মীগণ তাঁর আনন্দময় জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

ঘাসফুল পরিবারের বিভিন্ন অর্জনে আমরা আনন্দিত!

শুভকামনা ও অভিনন্দন!

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গত ১ অক্টোবর সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এর পক্ষ থেকে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমানকে শিক্ষা প্রসারে অনবদ্য অবদানের জন্য 'শিক্ষা প্রসারে প্রবীণ সফল ব্যক্তিত্ব' সম্মাননা প্রদান করেন। এ সম্মাননা অর্জন করায় ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন এফসিএ গণস্বাক্ষরতা অভিযান'র কাউন্সিল (বোর্ড) সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ায় এবং কে এ এম মাজেদুর রহমান মালদ্বীপ ইসলামি ব্যাংক (এমআইবি) এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে

ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত

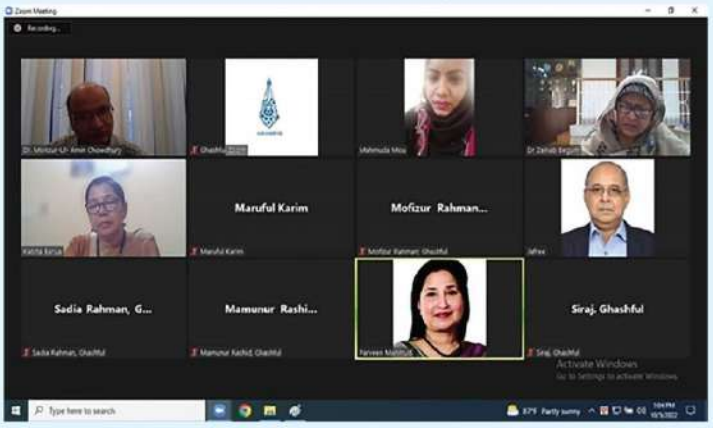

চট্টগ্রাম চান্দগাঁওস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ০৫ অক্টোবর ভার্চুয়ালি ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল পরিচালনা কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক সমিহা সলিম, সম্পাদক মাহমুদা আকতার, সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, কবিতা বড়ুয়া ও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল'র প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন হীরা, সহ-ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা নারগিছ আক্তার, মোঃ শরীফ হোসেন মজুমদার ও আবদুর রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বাল্যবিয়ে নির্মুলে স্কুলের অভিভাবকদের সাথে আরো বেশী নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। যে সকল বাচ্চারা স্কুলে নিয়মিত আসবে না, তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে হবে। স্কুলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে একটি আলাদা গ্রুপ তৈরী করে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সিনিয়র শিক্ষিকা জান্নাতুল মাওয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ব শিশু দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উদযাপন

সমাজের সকলকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। কন্যাশিশুরা পিছিয়ে থাকবে না। শিক্ষিত হয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। সফলতা নয় বিফলতা নয় মানুষ হওয়াটাই বড় কথা। অন্যের অনুকরণ না করে নিজের স্বকীয়তা অর্জন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কন্যাশিশুরা ভবিষ্যতে একজন একজন বেগম রোকেয়া, পরাণ রহমান এর আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ : জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে আয়োজিত আই ক্যাম্প, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এইসব কথা বলেন।

" সময়ের অঙ্গীকার, কন্যাশিশুর অধিকার" এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ ৪ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ : জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল মিলনায়তনে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স জেলা ৩১৫-বি৪, বাংলাদেশের মাননীয় জেলা গভর্ণর লায়ন শেখ শামসুদ্দীন আহমেদ সিদ্দিকী পিএমজেএফ। সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব নুরুল আবছার ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য কবিতা বড়ুয়া, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, এমজেএফ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তারের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রানীয়া উলফাত রাইসা, সিনিয়র শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া। আলোচনা সভা শেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের সহযোগিতায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। শিশু সংগঠন ভোরের আলো মিনা, রাজু ও মিঠু পাপেট শো প্রদর্শন করে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স জেলা ৩১৫-বি৪, বাংলাদেশের জেলা কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন হাসান মাহমুদ চৌধুরী, রিজিয়ন ও ক্লাব সার্ভিস চেয়ারপার্সন লায়ন জাহানারা বেগম, লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ জামাল উদ্দিন, ১ম ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন আবেদা বেগম, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঘাসফুলের ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার এবং লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের সদস্য ও লিওগণ।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত ডিসেম্বর মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

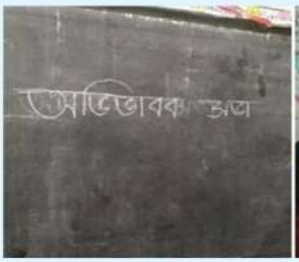

ক্লাস পার্টি অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা সভা, কেক কাটা, গান, কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। সবশেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে শিক্ষক ও প্রোগ্রাম সুপাভাইজরাও অংশগ্রহণ করে।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

২য় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন

২৬-২৯ডিসেম্বর ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম ও ২য় শিফট এর সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরীক্ষায় ২০টি শিখন কেন্দ্রের প্রায় ১২০০শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য প্রতি ছয় মাসে একটি বর্ষ শেষ হয়।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার। এছাড়া গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

মোছাঃ ছালেহা বেগম
প্রোগ্রাম সুপারভাইজর
আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম

অটিজমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পিংকীর বাজিমাত

অটিজম বা অটিস্টিক; বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। শহর থেকে গ্রাম-সব জায়গাতেই এখন কম-বেশি এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত। অটিজম সাধারণত বংশগত বা মানসিক রোগ নয়, এটা স্নায়ুগত বা মনোবিকাশজনিত সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজিতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলা হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তি বা পরিবার রয়েছেন যাদের অটিজমে আক্রান্ত শিশু রয়েছে। এই শিশুরা আমাদের সমাজেরই অংশ। প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও সুযোগ পেলে তারাই পরিণত হবে সম্পদে। সে কথাই যেন প্রমাণ করেছে মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত পিংকী। দেখলে মনে হবে পিংকী সম্পূর্ণ সুস্থ তবে কোন কিছুতে দীর্ঘ বিরতি দিলে পিংকী সব যায় ভুলে। পরবর্তীতে ঘাসফুলের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক শবনম আক্তারের নজরে আসে পিংকী। অন্যর বাড়ির কাজ থেকে ছাটাই করিয়ে এনে ভর্তি করে দেন নিজ শিখন কেন্দ্রে। শিখন কেন্দ্রটি হলো জহুরী মহল্ল-২ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পিংকী গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহে। বসবাস করে বাবা মায়ের সাথে। বর্তমানে ভাড়া থাকে মোহাম্মদপুরের বিহারী ক্যাম্পে। পিংকীর বাবা লাভলু-রিক্সাচালক, মা পারভীন-বিভিন্ন বাসায় কাজ করে। পিংকীর ভাই একজন। পিংকী ও ওর ভাই একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। বর্তমানে পিংকী বাংলা স্বরবর্ণ, ব্যানজনবর্ণের পাশাপাশি, ইংরেজী বড়-ছোট হাতের এলফাবেট ও গনিতেও দক্ষ হয়ে ওঠেছে। পিংকী খুব সুন্দর করে নিজের নামও লিখতে পারে। পিংকী সুন্দর করে ছবি আঁকতে পারে। শুধু ছবি নয় পিংকী পছন্দের আরেকটি কাজ সহপাঠীদের সাথে খেলা করা। নিয়মিত শিখন কেন্দ্রে এসে পিংকী পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলে মেতে ওঠে আনন্দে হুল্লুড়ে। গান, নাচ, ছড়া ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি রয়েছে তার অনেক ঝোঁক।

বাবা রিক্সা চালক ও মা মানুষের বাসায় কাজ করে বিধায় পিংকীর চিকিৎসার নেই কোন ব্যবস্থা। তবুও পিংকী যেন প্রতিকূলতার কাছে হার মানেনি। চেষ্টা ও পরিশ্রমে এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে।

গুমানমর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ২৪ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও ১৫ ডিসেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন'র ইসলামীয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৫৪৮জন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২৯১ জন রোগী উভয় ইউনিয়নে মোট ৮৩৯জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষু চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। গত তিন মাসে ১২৪টি স্ট্যাটিক ও ৩১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৫২৭জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৬৬০জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা এবং ২৫৩টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১০জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয় এবং কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ৩০০০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৫৬৯০টি, পুষ্টিকণা ১১৫৪টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৫৮৭০টি বিতরণ করা হয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদযাপন

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ০১ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয় প্রাঙ্গন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল " প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। এ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফের নেতৃত্বে উভয় ইউনিয়নের নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

যুব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো'

যুবদের টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘাসফুলের বাস্তবায়নে এবং পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় " স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ও গুমানমর্দ্দন উভয় ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ২০০ জন যুব নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৮টি ব্যাচে মেখলে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর ও গুমানমর্দ্দনে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী এম নাসির উদ্দিন, মোঃ আরিফ ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা গনেশ চন্দ্র দাস। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে মেখল ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কার্যালয় ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষাবাদ, ভার্মি কম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট সার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৮টি ব্যাচে ২০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে উভয় ইউনিয়নের ২০০জন ঋণ গ্রহণকারী ও সম্ভাব্য ঋণ গ্রহণকারী সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ আল মামুন সিকদার ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ নাবিল ফারাবী। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ আরিফসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

উচ্ছাসিত রত্না নমঃ

গর্ভকালীন, প্রসূতিকালীন ও প্রসব পরবর্তী শিশুর স্বাস্থ্যসেবা

মোঃ আরিফ
সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচী।

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল ২০১৫ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন এবং প্রতিদিন খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশু, নারী-পুরুষ ও প্রবীণগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ছাদেক নগর গ্রামের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন পেশার অবহেলিত, দরিদ্র মানুষের বসবাস হলো নমঃ শুদ্র পাড়া। পাড়ারই এক পরিবারের সদস্য রত্না নমঃ। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয় বলে ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গর্ভবতী রত্না নমঃ ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে গর্ভকালীন নিয়মিত চেক আপ ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র প্রদান এবং পাশাপাশি নিয়মিত তাকে আয়রন ক্যাপসুল ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়। ফলে তাঁর গর্ভকালীন আয়রন ও ক্যালসিয়াম এর অভাব পূর্ণ হয়। এছাড়া ঘাসফুল এর স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শন ও মাসিক আয়োজিত উঠান বৈঠকেও নিয়মিত রত্নার শারীরিক পরীক্ষা যেমন, রক্ত চাপ নির্ণয়, ডায়াবেটিক পরীক্ষা, ওজন মাপাসহ নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ে নানা পরামর্শ প্রদান করে। এভাবেই গর্ভবতী রত্নার প্রসবকালীন সময়ের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে।

হঠাৎ একদিন প্রসব বেদনা উঠলে রত্নাকে প্রসূতিকালীন সময়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শক বেনুয়ারা বেগম এর মাধ্যমে হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করে এবং ডাক্তারগণের আন্তরিক সহায়তায় স্বাভাবিক ভাবে রত্না নমঃ বাচ্চা প্রসব করে। রত্না হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফেরার পর কর্মসূচির পক্ষ থেকে নিয়মিত শিশু ও রত্নার খবরাখবর নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। এভাবে শিশুর বয়স ছয় মাস পূর্ণ হলে তখন শিশুর পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করার জন্য স্বাভাবিক খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানোর জন্য বিনামূল্যে পুষ্টিকণা দেয়া হয়।

রত্নাও সমৃদ্ধি ডাক্তারের পরামর্শ মতে শিশুকে সেবাযত্ন দিয়ে লালন-পালন করতে থাকে। এতে সুস্থ সবল ভাবে বাচ্চা বেড়ে উঠে। এই ধরনের সার্বক্ষনিক তদারকির মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়ে রত্না নমঃ ও তার পরিবার খুবই খুশি হয়। সমাজে মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রত্না নমঃ ও এলাকাবাসী ঘাসফুল'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২ উদযাপন

পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত ০১ অক্টোবর মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয় প্রাঙ্গন ও ৪ অক্টোবর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা'। এ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফের নেতৃত্বে উভয় ইউনিয়নের নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩৬জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২০৪০০০/- (দুই লক্ষ চার হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৩জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৮৫জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) প্রোজেক্ট সংবাদ

পোল্ট্রি উন্নয়নে ভ্যাকসিন হাব উদ্বোধন

প্রান্তিক খামারী তথা সাধারণ গৃহস্থ পর্যায়ে হাঁস, মুরগী পালনে এন্টিব-ায়োটিকের ব্যবহার হ্রাস করে হাঁস মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ ও ইফাদের সহযে-াগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর উপ-প্রকল্প নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ভ্যাকসিন হাব স্থাপন করে। গত তিন মাসে মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নের প্রসাদপুর বাজারে ১টি এবং মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর ইউনিয়নের স্বরস্বতীপুর বাজারে ১টি এবং চেরাগপুর ইউনিয়নের ধনজইল বাজারে ১টি মোট ৩টি ভ্যাকসিন হাব উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রখ্যাত ঔষধ কোম্পানী রেনেটার প্রতিনিধি প্রান্ত কুমার বিশ্বাস, মোঃ মনিরুল ইসলাম, ভ্যাকসিন হাব সমূহের স্বত্বাধিকারীগণ ও আরএমটিপি বিজনেস ডেভলপমেন্ট অফিসার এস.এম. শাহরিয়ার প্রমুখ।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিনমাসে সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, নির্মোইল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, হরিপুর সূর্যমুখী পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা গুলোতে বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন: বাগানে সেচ ব্যবস্থাপনা, বেড তৈরি, ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ও ব্লু-ফাঁদ ব্যবহার, পরিবেশ ক্লাবের চেয়ার-টেবিল ক্রয়, আমের বাজারের পরিবেশ উন্নয়নে ময়লার ড্রাম ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মকান্ড, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করা হয়। সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি, ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, পিকেএসএফ'র সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহম্মেদ, নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ান, নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি, আমজাত পণ্য (আমসত্ব, আঁচার ও চাটনী) উৎপাদন প্রক্রিয়া, কম্পোস্ট সার তৈরি ও আম বাগান পরিচর্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শামছুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নওগাঁ জেলার উপ-পরিচালক মোঃ আবু হোসেন, সংস্থার সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এতে ১০৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিন মাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক চারটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ শওকত আলী, সাপাহার উপজেলার উপজেলা ফুড কন্ট্রোলার রওশনুল কাউছার, নিয়ামতপুর উপজেলার উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ শফিউল আলম, নিয়ামতপুর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তি ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ২টি করে মোট ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী BSTI ফিল্ড অফিসার মোঃ সাকোয়াত হোসেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নিয়মাবলী, BFVAPEA এর মেম্বারশীপ নেয়ার নিয়মাবলী, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এর লাইসেন্স প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও ব্যবসাকে কিভাবে আন্তর্জাতিকীকরণ করা, আমজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং, সনদ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের, আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ১টি করে মোট ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, নওগাঁ চেম্বার অব কমার্স এর সদস্য ও সাপাহার সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ সাদেকুল ইসলাম। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার সরকারি নীতিমালা, চেম্বার অব কমার্স এর সদস্যপদ গ্রহণের নিয়মাবলী, আম ও আমজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

পাবলিক টয়লেট উদ্বোধন

আমের বাজারের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলায় মোট ৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বও সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ এর উপস্থিতিতে সাপাহার বাজার সংলগ্ন কাওমী মাদ্রাসা রোডে নির্মিত পাবলিক টয়লেটটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন আড়ৎদার, আমচাষী, আমব্যবসায়ী ও ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জ্ঞান বিনিময় সফর

গত ১৮অক্টোবর ও ১২ডিসেম্বর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি জ্ঞান বিনিময় সফর এর আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস, ফল গবেষনাকেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, হর্টিকালচার সেন্টার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আম এক্সপোর্টার ও প্রোডিউসার 'ম্যাংগো প্রডিউসার কো-অপারেটিভ সোসাইটি' এবং বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প "আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প" এর তত্ত্বাবধানে শিবগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত আধুনিক ফল / সবজি সংরক্ষণাগার (Specialized Cold Storage) সরজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় আম উৎপাদনে দক্ষতা উন্নয়ন, আম রপ্তানিকৃত চাষী ও হার্টিকালচার সেন্টারের সাথে লিংকেজ স্থাপন, নব-উদ্ভাবিত আমের বিভিন্ন জাতের সাথে পরিচিতি, চারার রোপণ পদ্ধতি, পোকামাকড় দমনে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, আম সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। পরিদর্শন দলে ছিলেন ৪৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাবের উদ্যোগে র‍্যালী ও সাপাহার প্রকল্প কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদসহ স্থানীয় আমচাষী, আমব্যবসায়ী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিবেশবান্ধব আম চাষী মোঃ বকুল হোসেন

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি

মোঃ বকুল হোসেন সাপাহার উপজেলার গোয়ালা ইউনিয়নের কোচকুড়ুলিয়া গ্রামের একজন বাসিন্দা। তিনি সরকারি হাই স্কুলের লাইব্রেরিয়ান পাশাপাশি একজন আমবাগানী। পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে খুবই অল্প পরিসরে মাত্র ছয় বিঘা জমিতে আম চাষের মাধ্যমে আম বাগান শুরু করেন। বর্তমানে তার আম বাগানের জমির পরিমাণ ৫০ বিঘা। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তার আম বাগান রয়েছে। তবে তার সকল বাগানেই তথাকথিত/ গতানুগতিক পদ্ধতিতে আম চাষ করা হতো। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় বাগান পরিচর্যায় ব্যবহার করতো প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এতে প্রয়োজন পড়ে প্রচুর অর্থের। এত অর্থের যোগান দেয়া তার পক্ষ্যে অসাধ্য হয়ে পড়ে। তিনি ২০২২ সালে ঘাসফুলের সাপাহার শাখার ১১০ নং সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয়ে সংস্থার এসইপি প্রকল্প হতে গত ১১/০৫/২০২২ ইং তারিখে প্রথম দফায় ৬০০০০/- টাকা এবং ১৫/১১/২০২২ তারিখে দ্বিতীয় দফায় ৬০০০০/- টাকা দুই দফায় মোট ১২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে আম বাগানে বিনিয়োগ করে। ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি তিনি প্রকল্পের আওতায় আধুনিক আম বাগান এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এসইপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে তাঁর আম বাগানের ব্যাবস্থাপনা ছিলো অনুন্নত। ঋণ গ্রহণের সময় মোঃ বকুল হোসেন আম বাগানের পরিবেশগত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

তিনি বলেন, অতীতে বাগান পরিচর্যায় তথাকথিত পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। বর্তমানে আমি উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে বাগান পরিচর্যা করছি, যেমন: বাগানে বেড়া দেওয়া, ফার্স্ট এইড এর ব্যবস্থা, ফেরোমন ফাঁদ, আম ব্যাগ ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছি। ফলে পোকামাকড় রোধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং উন্নত ও জলবায়ু সহিষ্ণু আমের জাতের সাথে পরিচিতি হই। আমবাগান পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণের নানান আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হই। এসব পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে বাজারে আমার বাগানে উৎপাদিত আমের চাহিদা অন্যান্য বাগানীদের আমের চেয়েও বেশি, পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য আম চাষীরাও এখন আমার নিকট আম বাগান পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ নিতে আসে। এতে করে এলাকায় আমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। তিনি ঘাসফুলের এসইপি প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে আমার ব্যবসার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এবং সামাজিক ও পরিবেশগত নিয়ম-নীতি পালন ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালন

গত ১৭-২২ ডিসেম্বর ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রমের আওতায় পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে ঘাসফুল বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন রোগের মোট ১২২ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার ও ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

গত তিনমাসে সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ২৯নং ওয়ার্ড অফিসে ৫৭৮ জন, পশ্চিম মাদারবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫২৬ জন ছাত্রী, পশ্চিম মাদারবাড়ী সরকারি বালক বিদ্যালয়ে ৫-১৯ বছর বয়সী ৫৮৭ জন, রিজি এ্যাপারেলস গার্মেন্টস এর ৬১৪ জন মোট ২৩০৫জনকে কোভিড টিকা প্রদান করে। টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু। উল্লেখ্য ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২২

অসমতা দূর করি, এইডসমুক্ত বিশ্ব গড়ি

"অসমতা দূর করি, এইডসমুক্ত বিশ্ব গড়ি" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয় এসে শেষ হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য ডঃ মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৮৪৯ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৪১৭ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১০৮৩ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৪৯০ জন
হেলথ কার্ড	১১৮২জন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও আই হাই শাখায় মোট ৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	২	২৯৬	৬০	৪৬
আই হাই	১	৩৫	২৫	৩
মোট	**৩**	**৩৩১**	**৮৫**	**৪৯**
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৭	৩৬,৫৪৪	৫,১৩৫	৪,৪৪৪

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৯৭৪
সদস্য সংখ্যা	৭৮৬১৪
সঞ্চয় স্থিতি	৮৪৬৪৯০০১৬
ঋণ গ্রহীতা	৬১২২২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৩৫৯২২২২৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২১৪১৬০২৭১৫৯
ঋণ স্থিতির পরিমান	২৭৬১৯৫৫৪১
বকেয়া	১৬৬৬৮১২৫১
শাখারসংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৭৫জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৫৮৩৯৬২ টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮৯৬৩৭৩ টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ১৯৮০০০/- টাকা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার। এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microfinance Management	১৪-১৫ অক্টোবর, ২১-২২ অক্টোবর, ২৮-২৯ অক্টোবর ২০২২	১৪৪	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microfin-360	৩০ অক্টোবর ২০২২	৫৭	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Executive Leadership Training	১৮-২০ অক্টোবর ২০২২	০১	BCDM- Savar
Capacity Development in Microenterprise Financing	২৯-৩১ অক্টোবর ২০২২	০১	PKSF
Accounting Training	১২ নভেম্বর ২০২২	৫৭	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Client Protection principles of MFis	১৩-১৫ নভেম্বর ২০২২	০১	CDF
Financial Statements (Accounts) Preparation & Regulatory Requirements	২০-২২ নভেম্বর ২০২২	০১	CDF
Training of Trainers	২৭ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০২২	০১	PKSF
Training on Accounting for Non-Accounts (AFNA)	০৪-০৮ ডিসেম্বর ২০২২	০১	PKSF
Training on Financial Statements Preparation Regulatory Requirements & External Audit	১৮-২০ ডিসেম্বর ২০২২	০১	CDF

বিশ্ব মন্দা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থার.... শেষ পৃষ্ঠার পর

সভায় বক্তারা আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ, বিশ্ব মন্দা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ দেন এবং কর্ম-এলাকার পরিসর বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনা পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ পরিষদ সদস্য সাবেক মুখ্যসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল করিম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রফেসর ইমিরেটস ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যাংকার কে. এ. এম. মাজেদুর রহমান, জেরিন মাহমুদ হোসেন সিপিএ, এফসিএ, ঝুমা রহমান, মোঃ ওহিদুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদ সদস্য যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, ডাঃ সেলিমা হক, মাফরূহা সুলতানা, জাহিদা ইস্পাহানি, জাহানারা বেগম, ইয়াসমিন আহমেদ, শাহানা মুহিত ও সাবেক সাধারণ পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ শহীদউল্লাহ, নাজনীন রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন অডিটর সানজিদা আক্তার এফসিএ, ডাঃ সাকিব রহমান, মিখাইল আজিজ খান প্রমুখ। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী জুলাই' ২০২৩ - জুন' ২৬ইং পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদের জন্য সাত (০৭) সদস্য বিশিষ্ট সংস্থার নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়, যা আগামী ১জুলাই ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে। নতুন নির্বাহী পরিষদেরঃ সভাপতি - ড.মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সহ-সভাপতি-এস. এন. কৈরী, সাধারণ সম্পাদক-মাফরূহা সুলতানা (অবঃ সচিব), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-শাহানা মুহিত, কোষাধ্যক্ষ- কে. এ. এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য- প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। সবশেষে সভাপতি তাঁকে তৃতীয় মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত করায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নব গঠিত কমিটি সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যুব সমাজই ইতিহাস সৃষ্টি করে..... শেষ পৃষ্ঠার পর

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো: 'প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ,বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। ঘাসফুল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চবি সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন সংস্থার সহকারী

পরিচালক সাদিয়া রহমান। ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রফেসর ইমেরিটাস ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউসেপ বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন ও আইসিএবি'র সাবেক সভাপতি পারভীন মাহমুদ এফসিএ, দৈনিক প্রথম আলো যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান ও এসএমই ফাউন্ডেশন এর মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

আরো বক্তব্য রাখেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আইসিটি এর সিইও শহীদ উদ্দিন আকবর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান, ইউএনডিপি'র ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর মাহমুদুল হাসান, নওগাঁর যুব উদ্যোক্তা সোহেল রানা, রাসেল বাবু, নারী উদ্যোক্তা চট্টগ্রাম ও'মেন চেম্বার এর মুনাল মাহবুব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো: জোয়াদুল করিম, আউট সোর্সিং তরুণ উদ্যোক্তা মোস্তাসির গণি আইচম, ভোরের আলোর প্রধান সমন্বকারী শফিকুল ইসলাম খান, সংশপ্তক এর নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী রাদিয়া আজিজ চৌধুরী ও প্রকৌশলী সনাতন চক্রবর্তী বিজয়।

সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চবি সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, একটি জাতির সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ হচ্ছে যুবরাই। এই উপমহাদেশে সুর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ, তুরস্কের কামাল আতার্তুকের নেতৃত্বে যুগের পরিবর্তন সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে যুবাদের মাধ্যমে। যুগে যুগে যুবারাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে আর প্রবীণেরা সেই ইতিহাস লিখে গেছেন। আগামী বাংলাদেশে আমরা যেই উদ্যোগ চাই তা হল উদ্যোক্তা যুবগোষ্ঠী যেন সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি হয়। ওয়েবিনারে ১০টি সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

এ সময় ওয়েবিনারে আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ডা. সেলিমা হক, জাহানারা বেগম ও শাহানা মুহিত, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উদ্যোক্তা, যুব ও উন্নয়ন সংস্থা প্রতিনিধি, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। ওয়েবিনারটি ঘাসফুল ফেইজবুক থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। ওয়েবিনারে সংযুক্ত বিশেষজ্ঞ এবং উপস্থিত অন্যান্য বক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে নয়টি সুপারিশ মালা উপস্থাপিত হয়। ***সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে;***

(১) তরুণদের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়ক হতে যথার্থ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। (২) কর্মমুখী শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন করা (৩) তরুণদের কানেকটিভিটি বাড়াতে হবে (৪) কারিগরী শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে (৫) আমাদের বিজনেস পরিচালনায় যে সকল লজিস্টিক সাপোর্ট রয়েছে তা সহজ করা। (৬) শহর, গ্রাম, ডিজেবল, ট্রান্সজেন্ডারসহ সকল তরুণকে নিয়ে সমানভাবে ভাবতে হবে (৭) আমাদের সন্তানদের পড়ালেখার পাশাপাশি জীবনমুখী ধারণা দিতে হবে (৮) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন (৯) জাতীয় বাজেটে যুবদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। (১০) তরুণদের কর্মমুখী করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২২ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২১ বছর

ঘাসফুল ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠিত

বিশ্ব মন্দা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ

২৮ ডিসেম্বর নগরীর একটি হোটেলের কনফারেন্স হলে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সভাপতি চবি. সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ, জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন এনজিও প্রধান এবং ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো: ওয়াহিদুল আলম ও কর্মকর্তা সাব্বির হোসেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঘাসফুলের উপদেষ্টা সুরাইয়া জান্নাত এফসিএ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিজাম উদ্দিন, শিপা হাফিজা, আদিবাসী সংগঠক সারাহ মারান্ডি, চিত্রশিল্পী সামিনা নাফিজ, লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী জান্নাত-এ-ফেরদৌসী।

শুরুতে ঘাসফুল থিম সং "এক পরাণে লাখো জীবন" পরিবেশন করা হয় এবং ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ সংস্থার দীর্ঘযাত্রায় ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম চলতি অর্থ বছরের সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সাধারণ সম্পাদকের উপস্থাপিত বিবরণীর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং চলতি বছরের ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। সভায় সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ, আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়।

◢ বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ সংস্থার দীর্ঘযাত্রায় ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

ঘাসফুল আয়োজিত যুব দিবসের ওয়েবিনারে বক্তারা

যুব সমাজই ইতিহাস সৃষ্টি করে

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যুবাদের মূল্যায়ন করে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ও সময়কে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎমুখী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা জরুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যদি একটা যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে কর্মমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব। উদ্যোক্তাদের নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যুবদের সাথে সমাজের এবং ব্যবসার কানেকটিভিটি বাড়াতে হবে। নারীদের অর্থনীতির মূল জায়গায় আনতে হবে, তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। ইনফরমাল সেক্টরে যে সকল যুবরা কাজ করছে তাদেরকে ধীরে ধীরে ফরমাল সেক্টরে নিয়ে আসতে হবে। যুবদের অনেকেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কিন্তু প্রশিক্ষণের পরে উদ্যোক্তা হতে তাদের অর্থের সংস্থান করে দিতে হবে। আমাদের দেশে কোভিডকালীন অর্থকষ্টে অনেকেই গ্রামে ফিরে গেছেন এর একটি ইতিবাচক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে ফিরে যাওয়া অনেকেই এখন কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের সন্তানদের পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবার থেকেই জীবনমুখী ধারণা দিতে হবে। বাংলাদেশে ব্যয় সাশ্রয়ী হিসেবে ইকো-টুরিজমে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে - ঘাসফুল আয়োজিত ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। গত ০১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত 'চাকুরী প্রার্থী নয়, উদ্যোক্তা যুব গোষ্ঠীই সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি' শিরোনামে এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

◢ বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০২ ৪১৩৮৮০৪৭
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org